

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

স্কুল অব জেনারেল এডুকেশন

**বাাংলা ভাষা ও সাহিত্য কোর্স**

(BNG 103)

**অ্যাসাইনমেন্ট**

নামঃ তানজীম রেজা (Tanjim Reza)

সেকশনঃ ২৭ (27)

কোর্স শিক্ষকের নামঃ চৈতী চক্রবর্তী (Chaitee Chakraborty)

**বিষয়ঃ** বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ: তরুণ প্রজন্মের ভাবনা

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ: তরুণ প্রজন্মের ভাবনা**

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে জন্ম নেয় বাংলাদেশ। বাংলাদেশের ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং নির্মম এক অধ্যায় এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। বাংলার মানুষ ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ কে স্বাধীন করার জন্য। পরিবার-পরিজন ও সকল মায়ার বাঁধন কাটিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পরে বাংলার মানুষ। স্বাধীন বাংলার লড়াইয়ে কৃষক, দিনমজুর, ছাত্র-শিক্ষক থেকে শুরু করে সকল পেশার মানুষ সব ভেদাভেদ ভুলে একসাথে যোগ দিয়েছিল শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে। তরুণ প্রজন্মের তাজা রক্ত, তারুণ্যের জ্বেদ, অসীম সাহসিকতা ও দেশের প্রতি ভালবাসা থেকেই দেশের তরুণ সমাজ মায়ের কোল ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পরেছিলো যুদ্ধের ময়দানে।

আমি এই বিষয়টি নির্বাচন করেছি কারণ আমি মনে করি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুধু আমাদের জাতির জন্যই নয় বরং পুরো পৃথিবীর সকল দেশ ও জাতির জন্যই শিক্ষণীয়। শুধু বাংলার প্রকৃত দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে নয় বরং সকল পর্যায়ের মানুষ এর কাছ থেকেই অসংখ্য জিনিস শিখার আছে। প্রকৃত দেশপ্রেমের উদাহরণে তারা আমাদের দেখিয়েছেন কিভাবে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে হয় সাহসিকতার সাথে, তারা শিখিয়েছেন কিভাবে লড়াই করে ছিনিয়ে আনতে হয় নিজেদের অধিকার। ‘স্বাধীনতা শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো?’ এই প্রশ্নের উত্তরে কেবল একটি যুদ্ধের ঘটনা বিবরণ নয় বরং এটির তাৎপর্য, আজ স্বাধীন হিসাবে বসবাস করতে পারার পেছনে যে গৌরবমণ্ডিত ইতিহাস রয়েছে তা তরুণ সমাজের মাঝে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে তাদের মধ্যে এই চেতনার বিকাশ ঘটাতে পারলে তা আমাদের তরুণ সমাজ কে প্রকৃত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে।

১৯৭১ সালে ৯ মাস মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের বাংলাদেশের জন্ম হলেও বাংলার স্বাধীনতার পেছনে রয়েছে ২০০ বছরের অত্যাচার ও শাসনের ইতিহাস। ব্রিটিশরা পুরো বাংলাকে শাসন করে ২০০ বছর, এরপর ব্রিটিশদের শাসন-শোষণের হাত থেকে মুক্তি পেলেও আজকের বাংলাদেশ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান হিসেবের পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের শিকার হতে থাকে। একটি জাতির মানুষের মাতৃভাষা হলো একটি আবেগের বিষয়, মায়ের মুখের ভাষা মায়ের মতোই সম্মানীয় এবং আপন। পশ্চিম পাকিস্তানীরা চেয়েছিল বাঙালির মায়ের ভাষা কেঁড়ে নিতে। বাঙালির মায়ের মুখের ভাষা বাংলা বাদ দিয়ে উর্দুকে তারা রাষ্ট্র ভাষা করতে চাওয়ার পরেই বাংলার তরুণ সমাজ তথা ছাত্ররা তখনই তার প্রতিবাদ জানায়। বাংলার রাজপথ ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’ স্লোগানে মুখরিত হলেও পরে রঞ্জিত হয় বাংলার তরুণদের বুকের তাজা রক্তে। এই প্রতিবাদ এর মাধ্যমেই আমরা আমাদের রাষ্ট্র ভাষা পাই, একইসাথে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়। এরপরে আরো ১৯ বছর নানা রকম অত্যাচারের পর, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে স্বাধীনতার ভাষণ দেন। 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেবো, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।' এই ভাষণের পরেই বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয়। ২৫শে মার্চ কালো রাতে পাকবাহিনীর নির্মমতা, লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষকে হত্যা করা সহ অসংখ্য নারীর সম্মান নষ্ট করে হত্যা করেছে পাক বাহিনী। হাজারো মায়ের কোল হতে সন্তানদের যেমন কেড়ে নিয়েছে তেমনি পেটে সন্তান সহ মাকে হত্যা করতেও পিছপা হয়নি হানাদার বাহিনী। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে এসে দেশের মাথা কেটে ফেলার জন্য দেশের সকল জ্ঞানী গুণী মানুষদের তারা হত্যা করার মতো জঘন্য কাজ তারা করে। যুদ্ধের এক পর্যায়ে এসে বাঙালির হাতে হারতেই হয় পাকবাহিনীকে এবং স্বাধীন বাংলায় উদিত হয় বাংলার স্বাধীনতার সূর্য। শুধু ৩০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়েই নয় বরং গোটা বাংলার মানুষের ত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি এই স্বাধীনতা।

আজ আমরা তরুণ প্রজন্মের সবাই এই ঘটনা জানি আমাদের গুরুজনদের কাছ থেকে, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা বিভিন্ন বই, গল্প, চলচ্চিত্র ও নাটক থেকে। আমরা উপলব্ধি করতে পারি তখনকার সময়টা কেমন ছিলো। কিন্তু আজ বাংলার তরুণ প্রজন্ম শুধুমাত্র গল্প শুনেছি বলেই কি মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারছি না? তরুণ সমাজের উপর মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব ও মতামত জানার জন্য এক জরিপ করা হয় যেখানে ১৫ থেকে ৩০ বছর বয়সী মানুষদের নেওয়া হয় যার অধিকাংশই শিক্ষার্থী। নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্নের উত্তরে তাদের ৭৬ শতাংশ জানিয়েছেন, বঙ্গবন্ধুর নাম এলেই তারা সর্বপ্রথম ভাবেন বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের কথা, এদের ৭৯ শতাংশের মতে এই ভাষণই পুরো জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পরতে। বঙ্গবন্ধুর নিঃস্বার্থভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার কারনেই বাংলাদেশ স্বাধীন হতে পেরেছে এমন মতামত পোষণ করেন ৮১ শতাংশ মানুষ। এছাড়াও বঙ্গবন্ধুর নাম শুনলেই জাতির পিতা, ছয় দফা আন্দোলন শব্দের কথা মাথায় আসে বলে জানিয়েছেন যথাক্রমে ৫৯ ও ৫৬ শতাংশ মানুষ। এই তথ্য থেকে বুঝা যায় যে বর্তমান তরুণ সমাজ মুক্তিযুদ্ধ ও এর ইতিহাস নিয়ে যথেষ্ট জানেন এবং এ নিয়ে সন্দেহ পোষণ করার কওন অবকাশ নেই। তবে শুধুমাত্র জানার মদ্ধেই সীমাবদ্ধ না থেকে, এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

একটি দেশের তরুণ সমাজই হলো সেই দেশের ভবিষ্যৎ। একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে বহুদূর নিয়ে যেতে হলে আমাদের তরুণ সমাজই একমাত্র ভরসা। বাংলাদেশ থেকে বৈষম্য দূর করতে, দুর্নীতিমুক্ত করতে ও আরো উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে যোগ্য ও সৎ তরুণ নেতৃত্ব এর কোনো বিকল্প নেই। বাংলার প্রতিটি লড়াইয়ে তরুণদের যেই ভুমিকা ছিলো, তরুণদের ১৯৫২, ১৯৬৯ সহ ১৯৭১ সালে যেই অবধান তারা রেখেছে সেখান থেকে আমাদের বর্তমান তরুণদের শিক্ষা নিতে হবে। তৎকালীন তরুণ সমাজ নিজের জীবন বাজি রেখে অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিজের দেশকে স্বাধীন করার জন্য যেভাবে যুদ্ধের ময়দানে গিয়েছিলো সকল ভয়ভীতি ভুলে গিয়ে তেমনই বর্তমানেও সকল ভয়ভীতি দূর করে বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে বাংলার এই তরুণ সমাজকেই। শুধু তরুণদের থেকেই নয় বরং বাংলার মহামানবদের অবদান ও পদক্ষেপ থেকেও অনেক কিছু বুঝতে পারা সম্ভব। মাউলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানি, শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, তাজউদ্দীন আহমদ ও বাংলার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্ব ও বিচক্ষণতা থেকে বর্তমান তরুণ সমাজ শিক্ষা নিতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে বর্তমানের তরুণ সমাজই ভবিষ্যতের বাংলা গড়ে তুলতে পারে। সোনার বাংলা গড়ে তুলতে হলে অবশ্যই নেতৃত্ব হতে হবে দুর্নীতিমুক্ত। প্রকৃত দেশপ্রেম ছাড়া কখনই একটি দেশের উন্নতি করা সম্ভব নয়। দেশের ভবিষ্যৎ যেই তরুণ প্রজন্মের হাতে তারা যদি অপকর্মে লিপ্ত হয়ে বিপথে চলে যায় তাহলে তো দেশের স্বাধীনতার সম্মান বজায় থাকবে না। “স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে রক্ষা করা কঠিন“ এই কথাটি যেমন সত্য তেমনি এর মূলভাব উপলব্ধি করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, স্বাধীনতার চেতনা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর চেতনা বুকে নিয়ে তরুণ সমাজের গড়ে তুলতে হবে বাংলাদেশকে। আমাদের স্বাধীনতার আজ ৫০ বছর পার হয়ে গেলেও আমাদের তরুণদের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সম্মান এক বিন্দুও কমে যায় নি। লক্ষ্য বাঙালি যেই দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে সেই দেশের স্বাধীনতা বজায় রাখতে হলে তরুণ সমাজদের এই চেতনা ধারণ করে এগিয়ে চলতে হবে। যেই বাঙালিকে কেউ দমিয়ে রাখতে পারে নি, সেই বাঙালির কাছ থেকে স্বাধীনতার চেতনা মুছে ফেলা সম্ভব নয়। এই চেতনা নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মও এই স্বাধীনতার চেতনা নিয়ে সোনার বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে বহুদূর।

তথ্যসূত্রঃ

১। <https://www.prothomalo.com/life/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0>

২। <https://www.jaijaidinbd.com/todays-paper/editorial/23913/%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A6%BE>

৩। <https://www.jagonews24.com/amp/568509>

৪। https://sharebiz.net/%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE/